



Revlon-এ সাক্ষাৎকার

পড়েছিলাম, রোনাল্ড পেরেলম্যান একাধিকবার জোর করে Gillette অধিগ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওয়ারেন কাকু প্রতিবার তাঁকে আটকে দিয়েছিলেন, আর পেরেলম্যান, আগের চেয়েও বেশি খেপে গিয়ে, এ নিয়ে হইচই করলেন বটে, তবে চালিয়ে গেলেন সেটাই, যা বরাবর করতেন — বাকি সবার পেছনে কাঠি করা।

Revlon Italia-র সদর দপ্তর থেকে একটা ফোন এল — ওদের বিক্রয় পরিচালক কাতানিয়ায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। বাবাকে বললাম, আর তিনি বললেন: “অবশ্যই, তোকে যেতেই হবে। এটা জেনে নেওয়ার সুযোগ যে বাজার তোকে স্বীকৃতি দিচ্ছে কি না, আর ওরা কী প্রস্তাব দিচ্ছে, কী দিতে চাইছে — তবে আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভুলটা করিস না। প্রস্তাবটা বাড়ি নিয়ে আয়, ভেবে দেখ, আর তার পরেই উত্তর দিস।”

সেই শুক্রবার সকালে ঠিক সময়ে পৌঁছিলাম, 10:30, হোটেল Jolly, কাতানিয়া। আর লবিতে ঢুকতেই — কার সঙ্গে দেখা? Gillette-এ আমার এরিয়া ম্যানেজার, যিনি আমাকে দেখে হতভম্ব হয়ে বললেন: “তুমি এখানে কী ছাই করছ — তোমার তো নিজের এলাকায় ঘোরার কথা, না?”

“আমি একদিনের ছুটি নিয়েছি। চার সপ্তাহ আগে আপনাকে যে মাসিক রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম তাতে দেখবেন, ঠিক এই দিনটাই দাগ দেওয়া।”

“তা হলে এখানে কী করছ?”

“এই, একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান — আশা করছি অন্তত একজন মহিলা হবেন, ঠাট্টাটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য” — আর, অজান্তেই, আমার প্রবৃত্তি ঠিক বলে প্রমাণিত হল, কারণ সাক্ষাতে গিয়ে পেলাম এক পুরুষকে, তবে ভীষণ মেয়েলি, মাত্রাছাড়া রকমের।

সাক্ষাৎকার চলল সাত মিনিট। যে মুহূর্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন আমার পাশে এসে বসবেন বলে, আমি টের পেলাম মতলবটা বাণিজ্যিক নয় — কিন্তু শত্রুকে আমি কখনও জায়গা ছাড়িনি, পেশাগত হোক বা ব্যক্তিগত।

বাড়ি ফিরে বাবাকে নিয়ে গেলাম জেলাতো খাওয়াতে, ইতালির সবচেয়ে সুন্দর এক কিলোমিটারে — অন্তত রেজ্জা কালাব্রিয়ায় আমাদের সমুদ্রতীরের রাস্তাটা নিয়ে লোকে তা-ই বলে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কেমন গেল, আর আমি বললাম প্রস্তাবটা মন দেওয়ার মতো কিছু নয়, আর ওঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তা ফিরিয়ে দিয়ে চলে এসেছি।

খুঁটিনাটি বা বিশদ বিবরণ আমি কখনও বলিনি — এ জিনিস আমাকে শিখিয়েছে আমার মা, Gillette। আর সে কখনও ভুল করেনি।

ফের্দিনান্দো